সংবাদ

তারিখ 20 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয় জালিয়াতি মামলা

আড়াই কোটি ডলারে ৩ মামলার সমঝোতা ট্রাম্পের!

সংবাদ ডেস্ক

আড়াই কোটি ডলারে ট্রাম্প বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে করা তিনটি প্রতারণা মামলা মেটাবেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাফতরিক বাসভবন হোয়াইট হাউজে ঢোকার প্রস্তুতির সময় আইনি জটিলতা এড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এএফপি।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্প বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা প্রতারণার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে ওই তিনটি মামলা করেন। তাদের অভিযোগ, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনবহির্ভূত একটি প্রশিক্ষণ তাদের ছয় বছর ধরে দেয়া হয়েছিল। সে সময় বলা হয়, এমন প্রশিক্ষণ নিলে শিক্ষার্থীরা ঝানু রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী হতে পারবেন। কিন্তু এর পুরোটাই ছিল ভুয়া। এ জন্য শিক্ষার্থীদের ৩৫ হাজার ডলার করে দিতে হয়।

আত্মপক্ষ সমর্থনে ট্রাম্পের পক্ষের আইনজীবীরা বলেন, এ প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক শিক্ষার্থীর উন্নতি হয়েছে। যারা ব্যর্থ হয়েছেন, তারাই শুধু এমন দোষারোপ করেছেন। এসব বিতর্কের মধ্যে ট্রাম্প নিজেই অর্থের বিনিময়ে এ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন। নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক স্নাইডারম্যান বলেন, ট্রাম্প একেবারে বিপদে পড়ে আড়াই কোটি ডলার দিয়ে মামলা মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতারণার শিকার ছয় হাজার শিক্ষার্থীর জয় হয়েছে।

স্নাইডারম্যান আরও বলেন, তিনি সন্তুষ্ট যে এতে প্রত্যেক প্রতারিত শিক্ষার্থী ক্ষতিপূরণ পাবেন। শিক্ষা আইন ভঙ্গ করার অপরাধে ট্রাম্প ১০ লাখ ডলার নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের কর্তৃপক্ষকে দেবেন। স্নাইডারম্যানের কার্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, মীমাংসা চুক্তি অনুসারে 'ট্রাম্প বিশ্ববিদ্যালয়ে'র বিরুদ্ধে করা তিনটি মামলাই নিষ্পত্তি হলো। এর মধ্যে ২০১০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় দুটি মামলা ও ২০১৩ সালে নিউইয়র্কে একটি মামলা করা হয়। নিউইয়র্কের পুরোনো

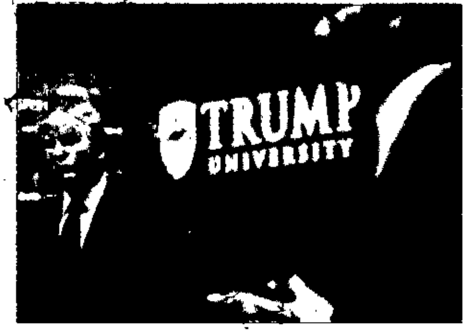

বাসিন্দা রবার্ট গিউলো বলেন, নিজের ও তার ছেলের প্রশিক্ষণের পেছনে তিনি ৪০ হাজার ডলারের কাছাকাছি ব্যয় করেন। ওই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি ছিল একেবারে ফালতু। গিউলো আরও বলেন, তিনি এ কর্মসূচি থেকে কিছুই শেখেননি।

তাকে একেবারে বোকা বানানো হয়েছে। ট্রাম্পের পক্ষের অ্যাটর্নি ড্যানিয়েল পেট্রিনেসেলি সানদিয়েগোতে সাংবাদিকদের বলেন, ব্যক্তিগত ভাবনা থেকে তিনি মামলার বিষয়টি মীমাংসা করেছেন। মামলা থেকে ট্রাম্প মুক্ত হতে চেয়েছেন। এটি সবার বিজয় বলে মনে করেন তিনি।